

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৬. ত্বাঈ প্রতিনিধি দল (وفد طَيِّئ)

আরবের এই প্রসিদ্ধ গোত্রটির প্রতিনিধি দল তাদের বিখ্যাত অশ্বারোহী বীর যায়েদ আল-খাইলের[1](زَيْدُ الْخَيْرُ) নেতৃত্বে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়। অতঃপর প্রয়োজনীয় কথোপকথন শেষে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাদের ইসলাম খুবই সুন্দর থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের দলনেতা যায়েদ-এর প্রশংসা করে বলেন, আমার সম্মুখে আরবের যে সব ব্যক্তির প্রশংসা করা হয়েছে, সামনে আসার পর তাদের আমি তার চেয়ে কম পেয়েছি, কেবল যায়েদ ব্যতীত। কেননা তার খ্যাতি তার সকল গুণের নিকটে পৌঁছতে পারেনি'। অতঃপর তিনি তার নাম পরিবর্তন করে যায়েদ আল-খায়ের(زَيْدُ الْخَيْرُ) অর্থাৎ 'যায়েদ অশ্বারোহী'র বদলে 'যায়েদ কল্যাণকারী' রাখেন।[2]

উল্লেখ্য যে, ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে 'ত্বাঈ' গোত্রের খ্যাতনামা দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র বিখ্যাত খ্রিষ্টান পভিত ও পুরোহিত 'আদী বিন হাতেম স্বীয় বোন সাফফানাহর (سَفَّانَة) দাওয়াতে সাড়া দিয়ে শাম থেকে মদীনায় এসে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হায়ির হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মর্যাদা প্রদর্শন করে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। অতঃপর কুশল বিনিময়ের পর আলোচনা শুরু করেন। যথারীতি হাম্দ ও ছানার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন বস্তু তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে? তুমি কি মনে কর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য আছেন? 'আদী বললেন, না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর বললেন, আল্লাহ যে সর্বোচ্চ (আল্লাহু আকবর) একথা বলা থেকে তুমি পালিয়ে যাচছ। তুমি মনে কর য়ে, আল্লাহর চাইতে অন্য কিছু বড় আছে। 'আদী বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, গ্রাট্র ব্রটিট্র কর্মাইট্র 'মনে রেখ ইয়াহূদ হ'ল অভিশপ্ত এবং নাছারা হ'ল পথভ্রষ্ট'। তখন 'আদী বললেন, ক্রাট্রটিট্র ক্রাটিলা' (তিরমিয়ী)।

অতঃপর তিনি তাকে এক আনছার ছাহাবীর বাড়িতে মেহমান হিসাবে রেখে দেন এবং সেখান থেকে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়মিত দু'বেলা যাতায়াত করতে থাকেন। এভাবে দৈনিক যাতায়াতে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা হয়। বিভিন্ন হাদীছে যার বর্ণনা এসেছে। যেমন- (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, غَوْمِكُ لُ مُرْبَاعَ قَوْمِكُ 'হে 'আদী! তুমি কি পুরোহিত ছিলে না? তুমি কি তোমার কওমের কাছ থেকে (বায়তুল মালের) সিকি গ্রহণের নিয়ম চালু করোনি? 'আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ক্রাঁট نَيْ هَذَا لاَ يَحِلُ لَكَ فِي دِينِكَ وَاللهِ 'অথচ এটি তোমার দ্বীনে হালাল নয়' (আহমাদ)।[3] 'আদী বললেন, আমি তখুনি বুঝে নিয়েছিলাম যে, ইনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। যিনি সেসব কথা জানেন, যা অন্যেরা জানে না' (ইবনু হিশাম)।[4]



শিক্ষণীয় : ধর্মনেতারা দুনিয়াবী স্বার্থে অনেক সময় এলাহী বিধানের বিকৃতি সাধন করে থাকেন, এটা তার অন্যতম প্রমাণ।

(২) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আদী বিন হাতেম বলেন,

أَتَيْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي عُنُقِي صُلَيبٌ من ذَهَبٍ، فقال: يا عَدِيُّ، اِطْرَحْ هذا الوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ ! قال: فَطَرَحْتُهُ، وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وهُوَ يَقْرَأُ في "سُورةِ بَراءةٍ"، فَقَراً هَذهِ الآيةَ : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ)، قال قلتُ : يا رسولَ الله، إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ! فقال: أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحَلِّونَهُ؟ قال: قُلتُ: بَلَى! قال: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ للهُ وَاه ابن جرير للهُ اللهُ فَتُحَلِّونَهُ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ فَتُحَلِّمُ عَلَى اللهَ اللهُ فَتُحَلِّمُ اللهُ فَتُحَلِّمُ اللهُ فَتُحَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণ (বা রৌপ্যের) ক্রুশ ঝুলানো ছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। এ সময় তিনি সূরা তওবাহর ৩১ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। যেখানে বলা হয়েছে,مِنْ دُوْنِ اللهِ 'ইফুদী-নাছারাগণ আল্লাহকে ছেড়ে তাদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে'। তখন আমি বললাম, أَلْيُسْ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحِلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحَرِّمُونَ مَا قَلُولَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحَرِّمُونَ مَا عَرَّمُ وَاللهُ عَبَادَتُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهُ فَتُحَرِّمُونَ مَا قَلْكَ عِبَادَتُهُمْ (তামরা কি ঐসব বস্তুকে হারাম করো না, যা আল্লাহ হালাল করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হারাম করে? তোমরা কি ঐসব বস্তুকে হালাল করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন? অতঃপর লোকেরাও তা হালাল করে? 'আদী বললেন, হাাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتَلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'এটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[5]

উক্ত হাদীছের ও কুরআনী আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আববাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, المُ يَا مُرُوهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُمْ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا وَهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا وَكُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا وَكُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا وَاللهِ وَلَكُ أَرْبَابًا وَاللهِ وَلَكُنْ أَمَرُوهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، فَأَطَاعُوهُمْ، فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا وَاللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ بِذَلِكَ أَرْبَابًا وَاللهِ وَلَا اللهُ اللهُ

(৩) অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আদী বিন হাতেম বলেন, একদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তার অভাব-অনটনের কথা পেশ করল। আরেকজন এসে রাহ্যানির(قَطْعُ السَّبِيل) কথা বলল। (তাদের সমস্যাবলী সমাধান শেষে) রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে 'আদী! তুমি কি (ইরাকের সমৃদ্ধ নগরী) হীরা চেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ، حَتَّى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ۔

(ক) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহ'লে তুমি দেখবে একজন হাওদানশীন মহিলা একাকী 'হীরা' থেকে এসে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করবে। অথচ রাস্তায় সে কাউকে ভয় করবে না আল্লাহ ব্যতীত (খ) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তাহ'লে তোমরা কিসরার ধনভান্ডার জয় করবে। (গ) যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তুমি দেখবে যে, একজন ব্যক্তি হাত ভরে সোনা-রূপা নিয়ে ঘুরবে, অথচ তা নেবার মত কাউকে সে খুঁজে পাবে না'।

উক্ত হাদীছ বর্ণনা করার পর হযরত 'আদী বিন হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি পর্দানশীন মহিলাদের একাকী হীরা থেকে এসে কা'বাগৃহ তাওয়াফ করে



নির্বিয়ে চলে যেতে দেখেছি। পারস্য সমাট কিসরা বিন হুরমুযের ধন-ভান্ডার জয়ের অভিযানে আমি নিজেই শরীক ছিলাম। এখন কেবল তৃতীয়টি বাকী রয়েছে وَلَئِنْ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَلَئِنْ طَالَتُ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ 'যদি তোমাদের হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে তোমরা অবশ্যই তৃতীয়টি দেখতে পাবে। যা বলে গেছেন আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (ছাঃ)'। অর্থাৎ হাত ভরে স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে ঘুরেও তা নেবার মত কোন দরিদ্র লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।[7]

[শিক্ষণীয় : যোগ্য শিষ্য পেলেই কেবল যোগ্য উত্তর সমূহ পাওয়া সম্ভব]

ফুটনোট

- [1]. ইবনু আদিল বার্র বলেন, যায়েদ ছিলেন কবি, বাগ্মী ও বীর যোদ্ধা। তার দুই পুত্র মুকনিফ ও হুরাইছ (مُكْنِفُ مُكْنِفُ) পিতার ন্যায় রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন। তারা আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে খালেদ বিন অলীদ-এর নেতৃত্বে রিদ্ধার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন (যাদুল মা'আদ ৩/৫৩৯)।
- [2]. যাদুল মা'আদ ৩/৫৩৮-৩৯; ইবনু হিশাম ২/৫৭৭; আর-রাহীক্ব ৪৫৩; সনদ যঈফ (ঐ, তা'লীক্ব ১৮০ পৃঃ)।
- [3]. আহমাদ হা/১৮২৮৬, হাদীছের কিছু অংশ ছহীহ, সনদ হাসান -আরনাউত্ব।
- [4]. তিরমিয়ী হা/২৯৫৪ সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ২/৫৮০-৮১; যাদুল মা'আদ ৩/৪৫২-৫৩।
- [5]. তাফসীর ইবনু জারীর হা/১৬৬৩২; তিরমিযী, হা/৩০৯৫; ছহীহাহ হা/৩২৯৩; সনদ হাসান।
- [6]. তাফসীর ইবনু জারীর (বৈরূত : ১৯৮৬) ১০/৮০-৮১; হা/১৬৬৪১। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পতনদশায় উক্ত হাদীছটি অতীব গুরুত্ববহ। এর মধ্যে হেদায়াতের আকাংখীদের জন্য রয়েছে সঠিক পথের দিশা।
- [7]. বুখারী হা/৩৫৯৫, আহমাদ হা/১৮২৮৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭। বস্তুতঃ ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেই মুসলমানদের মধ্যে উক্তরূপ সচ্ছলতা ফিরে আসে। 'আদী বিন হাতেম হিজরত-পূর্ব ৫১-৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯ম হিজরীতে ইসলাম কবুল করেন। তিনি ছিফফীন যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে যোগদান করেন। অতঃপর ৬৭-৬৮ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে ১২০ বছর বয়সে কূফায় মৃত্যুবরণ করেন (আল-ইছাবাহ, 'আদী বিন হাতেম ক্রমিক ৫৪৭৯)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5676

🧕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন